সংবাদ

তারিখ 17 AUG 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম

সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি ও সাম্প্রতিক ভাবনা

শহিদ ইসলাম

রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে গত ২৬ মে ২০১৬ তারিখে 'মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে করণীয়' শীর্ষক এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও নাগরিকগণ পাবলিক পরীক্ষা থেকে বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (এমসিকিউ) তুলে দেয়ার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন মর্মে পরদিন দেশের সব ক'টি জাতীয় পত্রিকার শিরোনাম হয়। সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি বিষয়ে গত ১১ জুন ২০১৬ তারিখে দি ডেইলি স্টার পত্রিকায় রবিউল কবীর চৌধুরী "MCQ and the Creative Question System" এবং ১৪ জুলাই ২০১৬ তারিখে কালের কণ্ঠ পত্রিকায় জনাব মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম দুলালের 'সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি নিয়ে ভাবনা' শীর্ষক দুটি লেখা প্রকাশিত হয়। জনাব চৌধুরী তার লেখায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পাবলিক পরীক্ষা ও IELTS, SAT, TOEFL, GRE., GMAT পরীক্ষা কিংবা আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় (চাকরির নিয়োগ পরীক্ষাও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা) বহুনির্বাচনী প্রশ্নের (এমসিকিউ) ব্যবহারের বিষয় উল্লেখ করে এর গুরুত্বের দিকটি ধরেন। অন্যদিকে জনাব দুলাল সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতিকে স্বাগত জানিয়ে এর বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (এমসিকিউ) পদ্ধতির তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি উল্লেখ করে 'সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি আমাদের শিক্ষার্থীদের পঙ্গু করে দিচ্ছে। ৩৫ কিংবা ৪০টি প্রশ্নের উত্তর করা গেলেই একজন শিক্ষার্থী ভালো জিপিএ অর্জন করতে পারে। মুখস্থনির্ভর এ পদ্ধতি অবশ্যই আমাদের পাঠ্যক্রম থেকে বাদ দিতে হবে।' মূর্ত্তত এ লেখা দুটোর পরিপ্রেক্ষিতেই সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি বিষয়ে আমার এ লেখা।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ এর সুনির্দিষ্ট একটা লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। আর তা হচ্ছে 'শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের মাধ্যমে মানবিক, সামাজিক ও নৈতিক গুণসম্পন্ন জ্ঞানী, দক্ষ, যুক্তিবাদী ও সৃজনশীল দেশপ্রেমিক জনসম্পদ সৃষ্টি'। এ লক্ষ্য অর্জনে শিক্ষাক্রম ও সিলেবাসে শিখনফল নির্ধারণ শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল, শিক্ষার্থী মূল্যায়ন কৌশল ইত্যাদি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা কাজ করার বিভিন্ন পর্যায়ে কাজের গুণগত ও পরিমাণগত মান যাচাই করাই হলো মূল্যায়ন। শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি যাচাইয়ের ক্ষেত্রে শিক্ষকগণ বাড়ির কাজ, শ্রেণী অভীক্ষা, এসাইনমেন্ট, ব্যবহারিক কাজ, দলগত কাজ ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকেন। পাশাপাশি নির্দিষ্ট সময় শেষে প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত পরীক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর অর্জন পরিমাপ করা হয়। বিভিন্ন সময় ও পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি যাচাই করাই হলো শিক্ষার্থী মূল্যায়ন। সারাবিশ্বেই শিক্ষার্থী মূল্যায়নের নানাবিধ স্বীকৃত ও গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি রয়েছে। আমাদের দেশে ২০১০ সালের এসএসসি পরীক্ষায় বাংলা পত্র ও ধর্ম শিক্ষা বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়। সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি চালুর সময়ে শিক্ষক, শিক্ষাবিদ ও অভিভাবকদের মধ্যে নানাবিধ সংশয় ও বিতর্ক সৃষ্টি হয়। এ পদ্ধতি প্রবর্তনের পক্ষে জোরালো বক্তব্য উপস্থাপন করতে গিয়ে ২০১০ সালে এক অনুষ্ঠানে আগত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যার বলেন, 'এখন থেকে যারা ভাবতে পারবে, চিন্তা করতে পারবে, নানরকম বই বা পত্রিকা পড়বে, জিজ্ঞাসাপ্রবণ, সজাগ ও বাস্তব জ্ঞানসম্পন্ন হবে, তারাই এগিয়ে যাবে। ফলে এই পদ্ধতি (সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি) আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে বড় রকমের পরিবর্তন আনবে।' সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির পক্ষে ২০১৩ সালের জুন মাসে প্রকাশিত একটি লেখায় ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল স্যার উল্লেখ করেন, "... ... ... কিছু হতভাগ্য ছাত্রছাত্রীর কথা যদি ছেড়ে দেই তাহলে বলতে হবে অন্য সবাই কিন্তু সঠিকভাবে আনন্দের সাথে এই নূতন সৃজশীল পদ্ধতিটুকু গ্রহণ করেছে। আমি খুব আগ্রহ নিয়ে দেখার জন্যে অপেক্ষা করছি কখন এই ছেলেমেয়েগুলো বড় হবে কীভাবে তারা আমাদের দেশটি পাল্টে দেবে।"

আমাদের দেশে পাবলিক পরীক্ষায় প্রচলিত সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির দুটো অংশ রয়েছে: (১) সৃজনশীল প্রশ্ন (Creative Question), যা উদ্দীপক (Stem) নির্ভর রচনামূলক অংশ হিসেবে পরিচিত; (২) বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (Multiple Choice Questions), যা উদ্দীপকসহ (Stem) উদ্দীপকবিহীন এবং প্রশ্নে উল্লিখিত চারটি সম্ভাব্য উত্তর থেকে একটিকে সঠিক উত্তর হিসেবে শিক্ষার্থীকে বেছে নিতে হয়। মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় তত্ত্বীয় ১০০ নম্বরের প্রশ্নপত্রে ৪০ নম্বর এবং তত্ত্বীয় ৭৫ নম্বরের প্রশ্নপত্রে ৩৫ নম্বর বহুনির্বাচনী প্রশ্ন থাকে। এই বহুনির্বাচনী প্রশ্ন নিয়েই সবচেয়ে বেশি আলোচনা/সমালোচনা হচ্ছে। প্রচলিত ধারণা/অভিযোগ রয়েছে সব ছাত্রছাত্রী বিনা পরিশ্রমে এই অংশে অধিক নম্বর পেয়ে যাচ্ছে। অনেক গুণীজনের বক্তব্য, মুখস্থনির্ভর এই অংশ প্রশ্ন থেকে বাদ দিতে হবে অথবা নম্বর কমিয়ে আনতে হবে। এই ধারণা/অভিযোগগুলো কি সঠিক? আসলেই কি সব ছাত্রছাত্রী বিনা পরিশ্রমে এই অংশে অধিক নম্বর পেয়ে যাচ্ছে? বহুনির্বাচনী প্রশ্নের সব উত্তর কি মুখস্থ নির্ভর? হ্যাঁ, বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সম্পর্কে এমন ধারণা/অভিযোগ রয়েছে এটা সত্যি। কিন্তু এ ধারণার ভিত্তি কী? এ বিষয়ে কি কোন গবেষণা হয়েছে? সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির অংশ হিসেবে যে বহুনির্বাচনী প্রশ্ন রয়েছে, তা সাধারণ/প্রচলিত বহুনির্বাচনী প্রশ্নের চেয়ে ব্যতিক্রম। এটিকে বলা যায়, উন্নতমানের বহুনির্বাচনী প্রশ্ন। এ বহুনির্বাচনী প্রশ্নের গঠন কাঠামোও ভিন্ন। এ পদ্ধতিতে তিন ধরনের প্রশ্ন থাকে: (১) সাধারণ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (২) বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন এবং (৩) অভিন্ন প্রশ্নভিত্তিক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন। সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতিতে প্রণীত ৪০/৩৫টি বহুনির্বাচনী প্রশ্ন চারটি চিন্তন দক্ষতা স্তরের প্রতিনিধিত্ব করে। এক্ষেত্রে ৪০টি প্রশ্নে সর্বোচ্চ ১৪টি এবং ৩৫টি প্রশ্নে সর্বোচ্চ ১২টি প্রশ্ন করা হয় সরাসরি পাঠ্যপুস্তক হতে। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মুখস্থ/স্মৃতি থেকে দিতে পারে। অবশিষ্ট ২৬টি কিংবা ২৩টি প্রশ্ন করা হয় শিখন ফল বিবেচনায় নিয়ে নতুন পরিস্থিতির (উদ্দীপক) আলোকে, যেখানে শিক্ষার্থীদের বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন ও সংশ্লেষণ ক্ষমতা প্রয়োগ করে পাঠ্যপুস্তকের অর্জিত জ্ঞানের আলোকে উত্তর দিতে হয়। এক্ষেত্রে মুখস্থবিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে প্রশ্নের উত্তর দেয়ার সুযোগ নেই। আর এ প্রক্রিয়াতেই কম মেধাবী ও অপেক্ষাকৃত বেশি মেধাবী শিক্ষার্থী চিহ্নিত হয়। সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতিবিষয়ক প্রশিক্ষণে প্রণীত প্রশ্নে গৃহীত পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নের অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, সৃজনশীল প্রশ্ন (রচনামূলক অংশ) এবং বহুনির্বাচনী প্রশ্নে শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বরের মধ্যে যৌক্তিক সামঞ্জস্য রয়েছে। অর্থাৎ যে সকল শিক্ষার্থী সৃজনশীল প্রশ্নে (রচনামূলক অংশ) ভালো নম্বর কিংবা অপেক্ষাকৃত কম নম্বর পেয়েছে, তারা বহুনির্বাচনী প্রশ্নেও অনুরূপ ভালো নম্বর কিংবা অপেক্ষাকৃত কম নম্বর পেয়েছে।

২০১৫ সালের এসএসসি পরীক্ষা ফলাফল (বরিশাল, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ঢাকা, যশোর, সিলেট শিক্ষা বোর্ড) ও এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলের (বরিশাল, কুমিল্লা, সিলেট শিক্ষা বোর্ড) ওপর বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকার তত্ত্বাবধানে ২০১৬ সালের এপ্রিল মাসে দুটি রিপোর্ট [(i) Report on the 2015 SSC Examinations under BISE by subject এবং (ii) Report of Post-Examination Analysis of the 2015 HSC Examinations under BISE for three Boards] প্রকাশিত হয়। এসএসসি পরীক্ষার রিপোর্টে দেখা যায়, পৌরনীতি এবং ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়ে ৬টি বোর্ডেরই ফলাফলে সৃজনশীল প্রশ্নের (রচনামূলক অংশ) চেয়ে বহুনির্বাচনী প্রশ্নের প্রাপ্ত গড় নম্বর কম, অর্থনীতি বিষয়ে কুমিল্লা বোর্ড ব্যতীত অন্য ৫টি বোর্ডের ফলাফলে বহুনির্বাচনী প্রশ্নের প্রাপ্ত গড় নম্বর কম, পদার্থবিদ্যা এবং রসায়ন বিষয়ে ৬টি বোর্ডের ফলাফলে সৃজনশীল প্রশ্ন (রচনামূলক অংশ) এবং বহুনির্বাচনী প্রশ্নে প্রাপ্ত গড় নম্বর প্রায় সমান, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়ে কুমিল্লা বোর্ড ব্যতীত অন্য ৫টি বোর্ডের ফলাফলে বহুনির্বাচনী প্রশ্নের প্রাপ্ত গড় নম্বর কম এবং গণিত বিষয়ে ৬টি বোর্ডের ফলাফলে সৃজনশীল প্রশ্নের প্রাপ্ত গড় নম্বর কম। অন্যদিকে এইচএসসি পরীক্ষার রিপোর্টে দেখা যায়, প্রায় সকল বোর্ডের ফলাফলে বহুনির্বাচনী প্রশ্নের প্রাপ্ত গড় নম্বর বেশি এবং কোন কোন বিষয়ে কোন কোন বোর্ডের বহুনির্বাচনী প্রশ্নের প্রাপ্ত গড় নম্বর অনেক বেশি (যা এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলের প্রবণতার সহিত সাংঘর্ষিক)। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ প্রশ্নপ্রণেতা ও পরিশোধনকারীর দায়িত্ব পালন করেছেন কী না কিংবা সৃজনশীল প্রশ্নের (রচনামূলক অংশ) উত্তরপত্র যথাযথভাবে মূল্যায়ন হয়েছে কী না সে বিষয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। তাই এ পর্যায়ে কিছুতেই এ সিদ্ধান্তে আসা যায় না যে, বহুনির্বাচনী প্রশ্ন অনেক সহজ। সারাবিশ্বে শিক্ষার্থী মূল্যায়নে বহুনির্বাচনী প্রশ্ন একটি ফলপ্রসূ ও কার্যকর হাতিয়ার। এর অন্যতম কারণসমূহ: অধিকতর কন্টেন্ট কভারেজ, সহজতর থেকে কঠিনতর শিখনফল পরিমাপকরণ, নম্বর প্রদানে নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিতকরণ এবং কম্পিউটারের সাহায্যে সহজে মূল্যায়নের ফলে পরীক্ষকগণের ব্যক্তিগত বিচ্যুতির (bias) সুযোগ না থাকা ইত্যাদি। শিক্ষার্থী মূল্যায়নে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতিকে অধিকতর কার্যকর করার ক্ষেত্রে এ বিষয়গুলো বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে: (১) মানসম্মত প্রশ্নপত্র প্রণয়ন (২) পরীক্ষা হল/ কেন্দ্রের উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণ (৩) সঠিক নিয়মে উত্তরপত্র মূল্যায়ন ইত্যাদি। এর যে কোনো একটি ঘাটতি হলে মূল্যায়নে নেতিবাচক প্রভাব পরবে।

২০১০ সাল থেকে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি চালু হয়েছে এবং ২০১৭ সালের পাবলিক পরীক্ষা সকল বিষয়ে সৃজনশীল পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে এর একটি ধাপ সমাপ্ত হবে। ইতোমধ্যে এ পদ্ধতির প্রাথমিক অভিঘাতসমূহ চিহ্নিত হয়েছে। তা নিরসনে উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। প্রতি বছর নতুন অনেকে শিক্ষকতা পেশায় আসছেন। অনেক শিক্ষক ইতোপূর্বে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে অংশ নিতে পারেননি। তারা এ প্রশ্নপদ্ধতি সম্পর্কে অবগত নন। তাদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজনা করা যেতে পারে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ও অর্থায়নে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি বিষয়ে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ আয়োজনের নির্দেশনা রয়েছে। পরিবীক্ষণ জোরদারকরণের মাধ্যমে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা যেতে পারে। প্রতি বছর কেন্দ্রীয়ভাবে সারাদেশ থেকে বিভিন্ন বিষয়ের বাছাই করা কিছু শিক্ষকের জন্য নিবিড় প্রশিক্ষণ আয়োজন করা যেতে পারে। সকল শিক্ষককে প্রশিক্ষণের আওতায় আনা গেলে এবং শিক্ষকগণ আরো ভালো শিক্ষক হওয়ার মানসিকতায় এ পদ্ধতি সম্পর্কে জানার আগ্রহ ও প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখলে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি আরো ফলপ্রসূ হবে। বিদ্যমান মূল্যায়ন ব্যবস্থায় কিছু সীমাবদ্ধতা থাকা অস্বাভাবিক নয়। তাই মূল্যায়ন পদ্ধতি কী হবে তা নিয়ে বিতর্কের বাইরেও বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। শিক্ষকতা পেশাকে চাকরি হিসেবে দেখার বাইরেও নৈতিক দায়িত্ব পালনের সুযোগ হিসেবে গ্রহণের মানসিকতা বিনির্মাণে শিক্ষকগণের জন্য উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা ও মর্যাদা প্রদান, আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিশ্বমানের শিক্ষার্থী তৈরিতে শিক্ষকগণকে বিশ্বমানের শিক্ষক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য দেশি-বিদেশি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সুশিক্ষার জন্য যোগ্য শিক্ষক। যোগ্য শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থী মূল্যায়ন নিশ্চিত করা গেলে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি অধিকতর কার্যকর হবে। এমন বাস্তবতায়, পাবলিক পরীক্ষা থেকে বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (এমসিকিউ) তুলে দেয়া কিংবা নম্বর কমানোর সিদ্ধান্ত নেয়ার বিষয়ে আরো ভেবে দেখা যেতে পারে।

[লেখক : বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডার কর্মকর্তা]